সমকাল

তারিখ 30 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর হোক

আলমগীর খান

নিরক্ষরতা যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের জন্য অভিশাপ। আমরা আজও এ অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছি। আবার 'বিশ্ব দাসত্ব সূচক ২০১৪' অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৭ লাখ মানুষ কোনো না কোনোরকম দাসত্ব করে বেঁচে আছে। নিরক্ষরতা ও দাসত্বের মাঝে কোনো আত্মিক সম্পর্ক আছে কি? কীভাবে? অক্ষরজ্ঞান তো কোনো জ্ঞান নয়, একটি দক্ষতা, একটি হাতিয়ারের মালিকানা। চোখ বা কান থাকা জ্ঞান লাভ করা নয়; কিন্তু জ্ঞানের হাওয়া ঢোকার দরজা। এসব দরজা ছাড়াও অন্য দরজার সাহায্যেও মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। চোখ-কানওয়ালা অন্ধ-বধির আর অন্ধ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হরহামেশাই জগতে জন্ম নেয়। তবু চোখ ও কান দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির যে সুবিধা দেয়, তা অপরিমেয়। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা এরূপ যে কোনো একটি শক্তির অভাবেই দুঃসহ জীবনযাপনে বাধ্য হতাম। অক্ষরজ্ঞান তেমনি আরেক জোড়া বাড়তি চোখ বা কান বা হাতিয়ার। সামান্য অক্ষরজ্ঞান না হলে আধুনিককালে জীবনযাপন ও চলাফেরা করা যায় না বললেই চলে।

সমাজে কিছু অমানুষ থাকে যারা অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামিয়ে দাস ব্যবসা করে থাকে। শোনা যায়, হারানো বা চুরি করা শিশুদের অঙ্গহানি করেও তারা এ রকম ব্যবসায় নামায়। মোট কথা, কোনো মানুষের একটি অঙ্গহানি হলে তার অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অনেকের বেলায় এ অত্যাচার দীর্ঘস্থায়ী দাসত্বে রূপ নিতে পারে। যার অক্ষরজ্ঞান নামের চোখ বা হাতিয়ারের অভাব তার জীবনেও অনুরূপ বিপদ ওত পেতে থাকে। তার মানে এই নয় যে, নিরক্ষর মানুষ মাত্রই অভিশপ্ত জীবনযাপন করেন। বরং অন্ধ মানুষ যেমন, নিরক্ষর মানুষও তেমনি জ্ঞানী হতে পারেন। জ্ঞান আর অক্ষরজ্ঞান এক জিনিস নয়। অনেক নিরক্ষর মানুষ জ্ঞানের জগতে সম্রাটের আসন লাভ করে আছেন। আবার নিরক্ষর মানুষ ক্ষমতাবান, ধনী ইত্যাদিও হতে পারেন। আমাদের দেশে পরের নজির একটা-দুটি নয়, ভূরি ভূরি। অতএব, অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা, সম্পদ, ক্ষমতা কোনোটির সরাসরি সম্পর্ক নেই। আবার অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ অশিক্ষিত ও অমানুষ হতে পারে। আমাদের দেশের দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদের বড় অংশটাই হলো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিত গোষ্ঠী। অক্ষরজ্ঞান যার আছে তার অপরাধ করার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি না থাকলে কি কারও পক্ষে ছিনতাই বা ডাকাতির মতো কাজ করা সম্ভব? নিরক্ষর মানুষের পক্ষে জাতীয় পর্যায়ের দুর্নীতি করা কঠিন। ছুরি বা গুলি চালানো আর লিখতে ও পড়তে পারা প্রায় একই রকম ক্ষমতা। ছুরি ডাকাতের হাতে এক জিনিস, ডাক্তারের হাতে অন্য জিনিস।

সবাই জানে, সাক্ষরতাসম্পন্ন মানুষের চেয়ে নিরক্ষর মানুষকে প্রতারণা, অপমান, অত্যাচার ইত্যাদি করা সহজ। মানুষ শিক্ষিত হলে, সে শিক্ষা যত ত্রুটিপূর্ণই হোক তার মধ্যে যে আত্মসচেতনতা ও সম্মানবোধ জন্মায় তার ফলে তাকে দিয়ে দুরবস্থার মধ্যেও যে কোনোরকম দাসত্ব করানো কঠিন। অর্থাৎ সব মানুষকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলা মানে যারা এ আধুনিক দাস ব্যবসায় জড়িত, তাদের রোজগারের উপায় কঠিন করে তোলা। সাক্ষরতা যেহেতু মানুষের আরেক জোড়া চোখ বা হাতিয়ার, অপরাধীর বেশ কিছুটা ভয় না পাওয়ার কারণ নেই। আমাদের দেশে যদি দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুর বিদ্যালয়ে পড়ালেখা নিশ্চিত করা যায়, দাসত্বের বেশ কিছু প্রধান উপলক্ষ দূর হবে। ফলে শিশুশ্রম, বাল্যবিয়ে, গৃহকর্মী হিসেবে শিশুর নিয়োগ প্রভৃতি থাকবে না। এসব প্রত্যেকটি রূপ নিয়ে আইন তৈরির প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি সমস্যাটিকে গোড়া থেকে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। গোড়ায় সমস্যাটিকে ঠিক রেখে আগায় ওষুধ দিলে সমস্যার প্রশমন হবে, চিরতরে দূর হবে না। যদি আমাদের রাষ্ট্র সবরকম আধুনিক দাসত্বকে না বলতে চায়, তবে সবার আগে এখনই নিরক্ষরতাকে আন্তরিকভাবে না বলতে হবে।

• ঢাকা